# এক পায়ে দাঁড়িয়ে

আনিসুর রহমান

অফিসে যাবার পথে ট্রেনের জানালা দিয়ে প্রতিদিন তাল গাছটাকে দেখি। বারো বছর ধরে দেখছি। ও প্রতিদিন ঠিক এক জায়গায় আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। আমাদের স্টেশনের পরে রেল লাইনটা বিশাল একটা ধনুকের মত পূর্ব দিকে বেঁকে গেছে - সে বাঁকটা পেরুলেই দেখা যায় গাছটাকে। রেল লাইন থেকে বেশ খানিকটা দূরে, একটা লাল ইটের দোতলা বাড়ির পাশে সব গাছ ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে গাছটা। লাইনের দুধারে অনেক খানি জায়গা ফাকা, তারপর শুরু হয়েছে গাছপালা বাড়ি-ঘর। দূর থেকে দেখার কারণে গাছ-পালা এবং বাড়ি-ঘরের গড় উচ্চতা মাটির সাথে মোটামুটি সমান্তরাল একটা রেখার মত মনে হয়। তাল গাছটা সেই গড় উচ্চতায় একটা একক বিচ্যুতি। অদ্ভুত লাগে দেখতে! মাঝে মাঝে মনে হয় গাছটার মধ্যে কিছু একটা রহস্য আছে! সে আমাকে এত প্রবল ভাবে টানে কেন! প্রাইমারী স্কুলের সহপাঠির ঝাপসা চেহারা মনে করার চেষ্টা করলে যে অনুভূতি হয়; গাছটার দিকে তাকালে আমার ঠিক তেমন লাগে। অনেক দিন পরে দেখা বন্ধুর মত আমরা একজন আরেক জনের দিকে তাকিয়ে থাকি কিন্তু কেউ যেন কাউকে ঠিক চিনতে পারি না। ট্রেনের চলমান জানালা দিয়ে যতক্ষণ দেখা যায় - তাকিয়ে থাকি।

প্রতিদিনের মত সকাল সাতটা পঞ্চান্ন'র ট্রেন ধরলাম। কামরার ডান পাশে যে সিটটায় প্রতিদিন বসি সেটাতেই বসলাম। ট্রেন ছাড়লো। আমি জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ বুকটা ধড়াস করে উঠলো। বিশ্বাস হচ্ছেনা কিছুতেই। আমি দু'হাতে চোখ ঘষে আবার তাকালাম। না, দেখার ভুল নয়। গাছটা নেই! জানালার ফ্রেমে বাধানো বিশাল পেইনটিং থেকে কারা যেন গাছটাকে মুছে দিয়েছে অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে । তাল গাছটা ছাড়া বাকি দৃশ্যটা আমার কাছে অসম্ভব অবাস্তব মনে হতে লাগলো! এটা অন্যায়। ভীষণ অন্যায়। এর একটা বিহিত করা প্রয়োজন। কোনো কিছু চিন্তা ভাবনা না করেই পরের স্টেশনে নেমে পড়লাম ট্রেন থেকে। আমাকে ফেলে ব্যস্ত ট্রেন চলে গেল তার নিজ গন্তব্যে। কয়েক মুহূর্ত আগে আমার নিজেরও একটা গন্তব্য ছিল - এখন নেই। অফিসে ফোন করে জানিয়ে দিলাম আজ আসছি না। স্টেশনের বাইরে এসে কি করা যায় ভাবছি। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম আমি যা করছি তা পাগলামি। রাস্তার পাশে একটা বেঞ্চে বসে পড়লাম। সকালের মিষ্টি রোদে বসে থাকতে খুব ভালো লাগছে। স্বচ্ছ নীল আকাশের কোথাও মেঘের ছিটে ফোটা নেই। মনের গুমোট ভাবটা কেটে গেল সহজেই। আমি উঠে লাল ইটের দোতালা বাড়িটা খুঁজতে লাগলাম। ভাবলাম দেখে যাই কি হয়েছে গাছটার। ট্রেন থেকে বাড়িটাকে সহজে দেখা গেলেও রাস্তা থেকে দেখা যায় না। তবুও বাড়িটা যে দিকে হওয়া উচিত বলে মনে হলো সেই দিক লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম। হাতে কোনো কাজ নেই, কয়েক দিন বৃষ্টির পর আজকের আবহাওয়া চমৎকার। উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটতে ভালোই লাগছিলো। সব প্রানীর মাথার ভেতরে একটা দিকদর্শণ যন্ত্র থাকে। সাইবেরিয়ার বুনো হাঁসেরা হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে উঁড়ে যায়। ছোট বেলায় দেখেছি বাড়ি ফেরার পথে মহিষের গাড়ি জুড়ে দিয়ে গাড়োয়ানরা ঘুমিয়ে থাকে। মহিষ ঠিক চাঁদের আলোয় পথ চিনে

বাড়ি ফিরে যায়। আমি মানুষ হলেও আমার মাথার কম্পাসটা খুব খারাপ নয়। আমি নতুন জায়গায় যেয়েও সহজে পথ হারাই না। লাল ইটের দোতালা বাড়িটা খুঁজে পেতে খুব বেশি সময় লাগলোনা। বাড়িটার কছে যেতেই কাটা গাছটা চোখে পড়লো। শুধু কাটা নয়, টুকরো টুকরো করে কাটা। মানুষের সব ধরনের অনুভূতির একটা একটা করে নাম আছে, ঘৃণা, রাগ, দুঃখ, ক্ষোভ। কাটা গাছাটাকে দেখে আমার যে অনুভূতি হয়েছিলো তার কোনো নাম নেই। হত্যা করার ইচ্ছার বাংলা, জীঘাংসা। থাপ্পড় মারার ইচ্ছার কি কোনো বাংলা নাম আছে? আমার সত্যি সত্যি মনে হচ্ছিলো বাড়িওয়লাকে যেয়ে কষে একটা থাপ্পড় মারি।

আমাকে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একজন মাঝ বয়েসি মহিলা এগিয়ে এসে জানতে চাইলো আমি কাউকে খুঁজছি কিনা। বললাম হ্যাঁ খুঁজছি, আপনাদের বাড়িটাই খুঁজছি। আপনারা গতকাল তাল গাছটা কেটেছেন, তাই না? আমার পরনে অফিসের কাপড়। ভদ্রমহিলা ধরে নিয়েছেন আমি মিউনিসিপ্যালিটির লোক। আমিও তার ভুল ভঙ্গানোর চেষ্টা করলাম না। তিনি একটু আমতা আমতা করে বললেন, হ্যা গত কালই কাটা হয়েছে গাছটা। প্রতিপক্ষকে দূর্বল দেখলে সাহস বেড়ে যায়। আমি এবার কোনো রকম জড়তা ছাড়া বৃক্ষ পর্যবেক্ষক জাতিয় কোনো অফিসারের মত বললাম, গাছটা কাটার আগে আপনারা কি কাউন্সিলের অনুমতি নিয়েছিলেন। ভদ্রমহিলাকে এবার বেশ বিচলিত মনে হলো। তিনি বাধো বাধো গলায় বললেন, আমি তো জানি না আমার স্বামী জানেন। আমি বললাম দেখুন, দক্ষিণ গোলার্ধের তিরিশ ডিগ্রী অক্ষাংশের নিচে এই গাছ অত্যন্ত বিরল - এমন একটা গাছ আপনারা কোনো অনুমতি ছাড়াই কেটে ফেললেন! কাজটা মোটেই ভাল করেননি। ভদ্রমহিলা অযুহাতের স্বরে বললেন, আমাদের বাড়িটাকে একটু বড় করা হবে, গাছটাকে না কেটে কোনো উপায় ছিল না। আমি বললাম ঠিক আছে, কাজ শেষ হলে একটু দূরে - ঐ দেয়াল ঘেষে ঠিক এই গাছটার মত আরেকটা গাছ আপনাদের লাগাতে হবে। ভদ্রমহিলা আমার প্রস্তাব লুফে নিয়ে বললেন, অবশ্যই, অবশ্যই - আমি আজই ডেভিড কে বলবো একটা চারা কিনে আনতে। বাড়ির কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার কি, আজই লাগাবো আমরা তাল গাছের চারা। আমি বললাম ঠিক আছে, আমি এক সপ্তাহ পরে এসে দেখে যাব আপনারা গাছটা লাগিয়েছেন কিনা। ভদ্রমহিলা আমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বললেন, আপনি ভাববেন না, আমি নিজের হাতে গাছটা লাগাবো, অবশ্যই লাগাবো। ভদ্রমহিলার সাথে অভিবাদন বিনিময় করে ফিরে এলাম।

আমি এখনো প্রতিদিন সকালে ট্রেন ধরে অফিসে যাই। জানালার পাশে সেই একই সিটে বসি আর ধনুকের মত বাঁকটা পেরুবার সময় জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকি - যেখানে তাল গাছটা ছিল সেই দিকে। জানি ওখানে একটা ছোট্ট তাল গাছের চারা লাগানে হয়েছে। সে ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। একদিন সে আশ-পাশের ঘর-বাড়ী আর গাছ-পালার গড় উচ্চতা ছাড়িয়ে আকাশে মাথা তুলবে। কতদিন লাগবে কে জানে! হয়তো আরো বারো বছর - আমি সে দিনের অপেক্ষায় আছি।

(প্রবাহ: মার্চ, ২০০০ সংখ্যায় প্রকাশিত)